**সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বিকশিত শিশুবান্ধব বাজেট**

সফিউল আযম

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং বর্তমান সরকারের রূপকল্প ও কৌশলগত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে শিশুদের উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান অত্যাবশ্যক। এ কারণে সবক্ষেত্রে শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণসহ সার্বিক উন্নয়নে সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘ কনভেনশন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশনে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করার মাধ্যমেও শিশুদের প্রতি সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে।

বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মননশীলতার বিকাশে সর্বোচ্চ যত্ম নেয়ার ম্যাধমে সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে সরকারের কার্যক্রমও প্রশংসনীয়।

শিশু বাজেটের প্রাথমিক ধারণা শুরু হয়েছিল জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে শিশুবান্ধব করার উদ্যোগ থেকে। জাতীয় বাজেটের অংশ হিসেবে শিশু বাজেট প্রতিবেদন শিশুদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সবমহলে ইতোমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পঞ্চমবারের মতো প্রকাশিত হয়েছে বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ শিরোনামে শিশু বাজেট প্রতিবেদন।

বাজেট হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নে সরকারের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। এর মাধ্যমে শিশু কিশোরসহ দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবনমান প্রভাবিত করা যায়। সমগ্র বাজেটে শিশুদের কল্যাণে যে বরাদ্দ রয়েছে তা পৃথকীকরণ এবং বিশ্লেষণই হলো শিশু বাজেটের মূল উদ্দেশ্য। সরকারের সামগ্রিক বাজেটের কি পরিমাণ শিশুদের কল্যাণে ব্যয়িত হয়, বরাদ্দকৃত অর্থ শিশুদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত কিনা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যয়িত হয় কিনা, সেগুলো সঠিকভাবে জানার জন্য শিশু বাজেট অতি গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত শিশু বাজেট প্রতিবেদনে সরকারের সামগ্রিক বাজেটে শিশুদের অধিকার ও প্রয়োজনের বিষয়গুলো কীভাবে সন্নিবেশিত থাকবে, তা তুলে ধরা হয়। বাজেটে শিশুদের আর্থসামাজিক অধিকার সংরক্ষণে যেসব নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলো বাস্তবায়নে যেসব পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে, সেসব বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে শিশু বাজেট প্রতিবেদনে।

একথা ঠিক যে, সমৃদ্ধ, বৈষম্যহীন ও প্রগতিশীল সমাজ গড়তে শিশুদের উপর কাঙ্ক্ষিত মাত্রার বিনিয়োগের বিকল্প নেই। এ সত্যকে সামনে রেখে আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে শিশুবান্ধব করা, নীতি ও কৌশলসহ সকল শিশুর জন্য অভিন্ন ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের বিধানসহ শিশুদের অনূকূলে সুবিধা সৃষ্টিকারী আইন প্রণয়নের নির্দেশনা রয়েছে শিশু বাজেটে।

সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো, একটি সুস্থ, সবল ও সুদক্ষ শ্রমশক্তি এবং একটি সৃজনশীল উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তোলা। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিশুর বিকাশে সামর্থ্যরে মধ্যে সর্বোচ্চ সম্পদের সুদক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পারিবারিকভাবে শিশু বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ সম্ভব হয়না বিধায় সরকারকেই এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। এ বিষয়ে বর্তমান সরকার সীমিত সামর্থের মধ্যেও জাতীয় বাজেটে শিশুদের বিকাশে সম্পদ সঞ্চালনে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে, তা প্রশংসার দাবি রাখে।

দারিদ্র্যবিমোচন ও অর্ন্তভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি জোরদার করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো শিশুদের জন্য বিনিয়োগ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিবেচনা করা হয়। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়, এই ধারণা নীতি নির্ধারক মহলকে দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য বিকল্প কৌশলের সন্ধান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। এর মধ্যে একটি বিকল্প হচ্ছে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ। যার মধ্য দিয়ে প্রজন্মান্তরে দারিদ্র্যচক্র দূর করা সম্ভব।

-২-

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, দেশের ভবিষ্যত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম উত্তম পন্থা হলো শিশুদের উপর কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। আবার জাতীয় বাজেটে শিশুর হিস্যা দক্ষতা, স্বচ্ছতা, সমতা ও জবাবদিহিতার মধ্য দিয়ে ব্যয় হচ্ছে কিনা তাও সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে নিয়মিতভাবে প্রতিবছর মহান জাতীয় সংসদ ও জনগণের অবগতির জন্য শিশু বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ হয়ে আসছে। বিগত অর্থ বছরের বাংলাদেশে শিশুদের উপর মোট বাজেটের ১৪.১৩ শতাংশ বিনিয়োগ হয়েছে। ভবিষ্যতে একটি দক্ষ শ্রম শক্তি সৃষ্টি এবং যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য এই বিনিয়োগ কমপক্ষে ২০ শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন।

শিশুদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো শিশুরা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক, মানসিক, যৌন নির্যাতন ও সহিংসতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়। শিশু অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রক্রিয়া সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং যুগোপযোগী নতুন প্রতিষ্ঠান সৃজনের জন্য নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। দেশে খর্বাকৃতিরহার এখনো ৩৬ শতাংশ এবং বাল্য বিয়ের হারের আধিক্যও দৃশ্যমান। কিশোরী গর্ভধারণের হারও বিশ্বের সমতুল্য দেশগুলোর তুলনায় বেশি। শিশুদের ওপর বর্ধিত বিনিয়োগ এসব সমস্যা সমাধানসহ শিশু দারিদ্র্যবিমোচন, শিশু শ্রমের অবসান, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবার যোগান, অপুষ্টি দূরীকরণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, সহিংসতা ও নির্যাতনসহ বিভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে থাকা শিশুদের উদ্ধার এসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে।

সবচেয়ে আশার কথা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের নির্বাচিত ১৫টি মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেকটিতেই মোট বাজেটের অনুপাতে শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বেড়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের জাতীয় বাজেটের প্রবৃদ্ধির তুলনায় শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক বাজেট ৬৫ হাজার ৬৪৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮০ হাজার ১৯৭ কোটি টাকায়, প্রবৃদ্ধির হিসেবে যা ২২.১৬ শতাংশ।

যেহেতু মন্ত্রণালয়সমূহের সার্বিক বরাদ্দের প্রবৃদ্ধিও চেয়ে শিশুকেন্দ্রিক বাজেটের প্রবৃদ্ধির হার বেশি, তাই এটা সহজেই অনুমেয় যে, শিশুকেন্দ্রিক প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়সমূহের প্রচেষ্টা বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, নির্বাচিত মন্ত্রণালয়সমূহের মোট বাজেটের অনুপাতে শিশু সংবেদনশীল বরাদ্দও বিগত অর্থবছরের ৪৩.৫৬ শতাংশ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৭.৫৮ শতাংশ বেড়েছে। পাশাপাশি সরকারের মোট বাজেটের হিস্যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১৪.১৩ শতাংশ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.৩৩ শতাংশে। জিডিপির অনুপাতে শিশুকেন্দ্রিক কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দের হার গত একবছরে ২.৫৯ শতাংশ হতে বেড়ে ২.৭৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের দেশে সাধারণত শিশুদের মতামতকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়না। কারণ তাদের প্রকাশের ক্ষমতা কম। তাই বাজেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করা হয়না। ফলে তাদের বক্তব্য অশ্রুত থেকে যায়। এ কারণে তাদের মতামত চাওয়ার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া জরুরি। অনূকূল পরিবেশ তৈরি করা হলে শিশুরা তাদের প্রত্যাশা ও চাহিদার কথা প্রকাশ করতে পারবে।

জাতীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য কোনো কর্মসূচি চিহিৃত করতে হলে প্রথমে সুবিধাভোগীদের চিহিৃত করা প্রয়েজন। উপকার ভোগীদের লক্ষগোষ্ঠী হতে পারে সকল শিশু অথবা জনতাত্বিক ভিত্তিতে নির্ধারিত শিশুদের একটি বিশেষ অংশ। সেক্ষেত্রে বিদ্যমান আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তি ও রাষ্ট্রীয় আইনগত বাধ্যবাধকতাও বিবেচনা করতে হবে। একই সাথে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান রেখে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

শিশু সংবেদনশীল বাজেট ব্যয়ে সর্বোচ্চ বাজেট দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য বিলম্ব ও অপচয় রোধসহ বরাদ্দকৃত বাজেট যাতে পরিপূর্ণরূপে ব্যয় হয় এবং তা সেবা সরবরাহ প্রক্রিয়ায় দৃশ্যমান উন্নয়ন ঘটায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। শিশু সংবেদনশীল বাজেটের সবচেয়ে কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রকৃত অর্থেই একটি ফলাফল ভিত্তিক বাজেট কাঠামো সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এছাড়া শিশু সংবেদনশীল সরকারি বাজেট সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণির অনুকূলে অধিক পরিমাণ ব্যয় করার মাধ্যমে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের উপায় অনুসন্ধান করা দরকার।

#

০৪.১২.২০১৯ পিআইডি ফিচার